অন্ধকারের গল্প

১৯/১৬৯

আফ্রিকা মহাদেশ জুড়ে সাধারণের জমি ও জলসম্পদ লুঠ হচ্ছে। দখল হয়ে গেছে লাইবেরিয়া দেশটির অর্ধেকটাই। তবে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে ‘জগবান’ গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ। দেশী বিদেশী কর্পোরেশনকে জমি বিক্রি বন্ধের দাবিতে তারা জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলেছে, যাতে সামিল হয়েছে দেশের মানুষ। বাতিল হয়েছে একটি ব্রিটিশ পাম অয়েল কোম্পানির জমি কেনার চুক্তি। হিসাবমতো প্রতি বছর বিশ্বে লাইবেরিযার মতো পাঁচগুণ জমি সাধারণের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

কেমন সকাল

১৯/১৭০

‘অক্সফ্যাম’ নামের একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা জানিয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে শস্য দানা দিয়ে তৈরি প্রাতরাশ সহ অন্যান্য ঘরোয়া খাদ্যের দাম বাড়তে পারে। সংস্থাটির মতে ১০টি বৃহৎ খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুতকারী সংস্থার মধ্যে কেলগ ও নেসলে অন্যতম, যাদের মোট গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ স্ক্যান্ডিনেভিয়া, আইসল্যান্ডের মতো দেশগুলির মিলিত গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণকে ছাড়িয়ে গেছে।

ন তু ন | ব ই

খাওয়ার আইন। সবাই খাওয়ার আইন-খাদ্য সুরক্ষা আইন। তবে আইন করে সবাই খাবার পাবে কি পাবে না তা নিয়ে দোলাচল বার্তাজীবী -সমাজব্রতী -অর্থশাস্ত্রী সমাজে। এই বইতে এমনই যুক্তিবাণে ১০ চিন্তক ১০ নিবন্ধে, একেবারে জঁ দ্রেজ থেকে দেবিন্দর শর্মা।
তৎসহ আইনের কথাসার।

খাদ্য সুরক্ষা আইন
কেমন হল ?

১/১৬ ডিমাই। হোয়াইটপ্রিন্ট। ৬৮ পাতা। ৫০ টাকা

ডি আর সি এস সি
২৪৭৩৪৩৬৪।।   ২৪৪২৭৩১১   ।।

বই কল্প

ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা,

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু

সংবাদ পরিষেবা

মে ২০১৪

এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

BOOK POST - PRINTED MATTER

সাথী,

গত মার্চে আমরা এরকম চিঠি পাঠিয়েছিলাম। দ্বিতীয়বার চিঠিটি আপনাদের প্রতি।

আগামী জুলাই ২০১৪ সংবাদ পরিষেবা বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করছে। এই বিশ বছরের পরিক্রমায় আপনাদের শুভেচ্ছাই আমাদের পাথেয় ছিল। আপনাদের সহযোগিতায় এখন অব্দি আমরা প্রায় তিন লক্ষ পাঠকের কাছে পৌঁছোতে পেরেছি।

এই বিংশতি বর্ষে উপনীত হওয়ার সুবাদে আমরা এবার এই পত্রের প্রচার-প্রসার, সফলতা-বিফলতার এক সমীক্ষা করে দেখলাম। দেখলাম, ৩ লক্ষ পাঠকের এই যে পরিমণ্ডল, তা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে আপনাদের পক্ষ থেকে প্রেরিত ১৫৬টি পত্রিকার নিয়মিত-অনিয়মিত বিনিময়ের ভেতর দিয়ে। অথচ ‘পরিষেবা পত্র’ প্রেরিত হয় ৪৫৫টি পত্রিকায়। যদিও কয়েকটি পত্র সংখ্যা বিনিময়ে উদ্যোগী না হলেও, ‘পরিষেবা পত্র’ থেকে পুনর্মুদ্রণ করেছে এমন প্রয়াসও আমরা লক্ষ্য করেছি, তবে সকলে সংবাদ পরিষেবার সঙ্গে পত্রিকা বিনিময় করবেন এমনই আমাদের ঐকান্তিক আশা।

আপনারা জানেন কাগজ, মুদ্রণ, ডাক মাশুল সবই দিন দিন বাড়ছে। এতদসত্ত্বেও সংবাদ পরিষেবা এখন অব্দি একনাগাড়ে আমরা পাঠিয়ে চলেছি। তালিকা অনুযায়ী এমনভাবেই আমরা ‘পরিষেবা পত্র’ পাঠিয়ে যাব আগামী জুন মাস অব্দি। এর ভেতর যদি বিনিময়ের নতুন পত্রিকা দফতরে আসে, সেই পত্রিকার নাম আমরা তালিকা-বদ্ধই রাখব।

আমরা জানি খবরের কাগজ চালানো কঠিন কাজ। ফলত ইচ্ছে থাকলেও অনেকেই কাগজ প্রকাশ করতে পারছেন না। তাঁরা যদি তাঁদের ইমেল আইডি থেকে একটা ফাঁকা বা ব্ল্যাঙ্ক মেল saambaad@gmail.com-এ পাঠান তাহলে আমরা তাঁকে সংবাদ পরিষেবার ই-কপি পাঠিয়ে দেব। সাংবাদিক বা সংবাদ সংগ্রহে আগ্রহীজন একইভাবে ই-কপি পেতে পারেন। যাঁদের ইমেলের সুবিধা নেই তাঁরা ‘পরিষেবা পত্র -এর বার্ষিক গ্রাহক হতে পারেন। সেক্ষেত্রে নিচে বলা ঠিকানায় ৫০ টাকা মানি অর্ডার করে পাঠান। প্রেরিত পত্রিকার তালিকা পরিষেবা পত্রের সঙ্গে সংযোজিত হল, সম্পাদকরা প্রয়োজনে দেখে নিতে পারবেন।

কথা প্রসঙ্গে বলি, কয়েকটি পত্রিকা এখনও ঢাকুরিয়া অফিসের ঠিকানায় (গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা ৭০০ ০৩১) আসছে। সম্পাদকদের প্রতি অনুরোধ পত্রিকা কেবল আমাদের বোসপুকুর অফিসের ঠিকানায় (৫৮এ ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা ৭০০ ০৪২) পাঠান। সংবাদ পরিষেবার গ্রাহক হয়ে বা পত্রিকা নিয়মিত বিনিময় করে বাধিত করুন। আপনাদের পত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ধন্যবাদ ও অভিনন্দনসহ

সুব্রত কুণ্ডু

ঠিকানা :
সংবাদ পরিষেবা, প্রযত্নে ডিআরসিএসসি, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা : ৭০০ ০৪২।

পুনশ্চ : জুন মাস অব্দি পরিষেবা-পত্র আমরা সকলকেই পাঠিয়ে যাব। এর ভেতর নতুন যাঁরা পত্রিকা পাঠাবেন তাঁদের সঙ্গে আমাদের সংখ্যা বিনিময়ের কাজ বহাল থাকবে। দফতরে যাঁরা সংখ্যা পাঠাচ্ছেন সেই পত্রিকা-তালিকা পরিষেবা-পত্রের সঙ্গে সংযোজিত হল।

জবাব চাই

১৯/১৫৫

পরিবেশ-রক্ষায় নয়শোর বেশি মানুষ খুন হয়েছে ২০০৬ থেকে ২০১০ -এ। যার ভেতর সাধারণ থেকে সমাজকর্মী, সাংবাদিক সবাই আছে। চলতি বছরের শেষে পেরুর রাজধানী লিমায় জলবায়ু বদল নিয়ে বৈঠক হবে। এই বৈঠকে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি উঠেছে।

নাই ট্রেট

১৯/১৫৬

বায়ুতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাড়ছে বলে খাবারদাবারের পুষ্টিগুণ কমছে। বিজ্ঞানীরা এইরকম ভাবছেন। খাদ্যশস্যের গাছ মাটি থেকে নাইট্রোজেন নিয়ে প্রোটিন বানায়। কার্বন-ডাই-অক্সাইড নাকি নাইট্রেটের প্রোটিনে বদল হওয়ার শক্তিকে কমিয়ে দিচ্ছে।

অর্ধেক শান্তি

১৯/১৫৭

বিকল্প শক্তি থেকে এখন অর্ধেক বিদ্যুৎ বানানো হচ্ছে। আবার বায়ু ও সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ বানানোর খরচ দিন দিন কমছে। ‘রাষ্ট্রসংঘ উন্নয়ন কার্যক্রম’-এর অধিকর্তা বলছেন, এর ফলে আসছে বছরের জলবায়ু চুক্তিতে গ্রিনহাউস গ্যাস বেরোনোর পরিমাণ কমানোয় দেশগুলি বড় কিছু অঙ্গীকার করতে পারে। এইসব কথা বেরিয়েছে নিউ সায়েন্টিস্ট পত্রিকাতে।

জগৎসভায় ?

১৯/১৫৮

ভারতে নাকি সবার থেকে বেশি জৈব চাষ হয়। দি ওয়ার্ল্ড অব অর্গ্যানিক অ্যাগ্রিকালচার পত্রের পনেরো সংখ্যায় এইসব বেরিয়েছে। এই পত্রটা বের করে রিসার্চ ইনস্টিটিয়ুট অব অর্গ্যানিক অ্যাগ্রিকালচার।

কারো পৌষমাষ...

১৯/১৫৯

ধনী দেশের পশুখাদ্য আর জৈব জ্বালানি জোগাড় করতে আফ্রিকা ও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো থেকে জমি কেনা হচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোম্পানিগুলি ২০০৯ থেকে ২০১৩ সালের ভেতর আফ্রিকায় ৬০ লক্ষ হেক্টর জমি কিনেছে।

দেখো অবস্থা !

১৯/১৬০

জিন শস্য চাষে ভারত এখন কানাডাকে ছাড়িয়ে গেছে। এই হিসেব ২০১৩ সালের। ভারতে জিন শস্য মানে বিটি তুলো। এই শস্য চাষে ভারত এখন পৃথিবীতে চতুর্থ স্থানে আছে। এদেশে এখন ১১ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে বিটি তুলো চাষ হচ্ছে।

পেঁ পেমেন্ট

১৯/১৬১

পেঁপে চাষ করে বেশ ভালো লাভ হচ্ছে। তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাতুর-এর চাষিদের। কোয়েম্বাতুর-এ জলের ভীষণ অভাব। এখান এই সময় পেঁপে চাষ করে চাষিদের খুব উপকার হয়েছে।

রশ্নি

১৯/১৬২

মুম্বই শহরে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের আর্জি করা হয়েছে। মুম্বই-এর ইনডিপেন্ডেন্ট থিঙ্ক টাঙ্ক অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন ও আরো কয়েকটা সংস্থা মিলে এই আর্জি করেছে। উদ্যোগটার নাম হয়েছে মুম্বই সোলার মিশন। সারা বছরে মুম্বইতে ৩ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ লাগে। সৌর বিদ্যুৎ দিয়ে তার ১০ শতাংশ পূরণ করা যেতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এনার্জি লস !

১৯/১৬৩

ওখলা ওয়েস্ট টু এনার্জি প্ল্যান্ট থেকে ডায়ক্সিন বেরোচ্ছে বলে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউনাল মনে করছে। এই কথাটা ট্রাইবিউনাল দিল্লি দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে বলছে। ট্রাইবিউনাল উভয় পর্ষদকে প্ল্যান্টে ঝটিকা তদন্ত করতে বলেছে। এই ডায়ক্সিন বিপুলভাবে চারপাশে ক্যান্সার ছড়ায়।

জলটুঙ্গি

১৯/১৬৪

একটা বিশেষ কর্মীবাহিনী বানানোর কথা ভাবছে গ্লোবাল ওশানস কমিশন। এই কমিশনের দুই প্রধান ডেভিড মিলিব্যান্ড ও হোসে মারিয়া ফিগিউরের এই ভাবনার কথা সবাইকে বলছেন। এই বাহিনী রাজনৈতিক এক্তিয়ার-বর্হিভূত সমুদ্রাঞ্চল পাহারা দেবে। এই বাহিনী সমুদ্র থেকে মাছ লুট হওয়া বা প্রশান্ত মহাসাগরের জলের জঞ্জাল সাফাই করার কথা ভাববে। এর ভেতরেই যত চুরি করে মাছ ধরা হয়েছে তার পরিমাণ ১০ থেকে ২৪ বিলিয়ন ইউ এস ডলার।

তেতো আখ

১৯/১৬৫

অস্ট্রেলিয়ায় আখ চাষ খুব বেড়ে যাওয়ায় মাংসাশী তারা মাছ হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ-এ এইসব ঘটছে। তারা মাছের লার্ভা এখন দশগুণ বেড়েছে। আখের ক্ষেত থেকে নাকি এই তারা মাছ পুষ্টি পাচ্ছে,খাবার পাচ্ছে। তারা মাছ একেবারে পাঁচ থেকে কুড়ি মিলিয়ন অব্দি ডিম পাড়ে। অস্ট্রেলিয়ার ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্স এইসব সমীক্ষা করে দেখেছে।

উত্তপ্ত রাজধানী

১৯/১৬৬

দিল্লিতে এলাকায় এলাকায় গরমের বেশ হেরফের হচ্ছে। এর কারণ হল বায়ুর দূষণের মাত্রা দিল্লিতে বেড়ে যাচ্ছে। এই নিয়ে পুনার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ট্রপিকাল মিটিয়রলজি গবেষণা করেছে। তারা গবেণো করে এইসব বলেছে।

দিল্লিতে গরমের হেরফের ছোট ছোট আলাদা আলাদা গ্রীষ্মাঞ্চল তৈরি হয়েছে দিল্লিতে আবহাওয়ার তথ্য নেওয়ার জন্য ১১টা ওয়েদার স্টেশন আছে যার ৭টার ভেতর এই অবস্থা।

এই অঞ্চলগুলোর নাম হয়েছে আরবান হিট আইল্যান্ডস। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা উত্তর দিল্লির দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলের। ২০১০-২০১১ এই অঞ্চলের তাপমাত্রা আশপাশের তাপমাত্রা থেকে ৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল। যদিও ইন্দিরা গান্ধী কমপ্লেক্স আর পূর্ব দিল্লির যমুনা কমপ্লেক্স এর তাপমাত্রা আশপাশের অঞ্চল থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল। তাপমাত্রা সবচেয়ে কম ছিল ইন্ডিয়া গেট এলাকায়। একেবারে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম। এই সমীক্ষার সঙ্গে যদিও দিল্লি আইআইটি’র আর একটা সমীক্ষার ফলের সমান, অমিল আছে তবে দুটো রিপোর্টেই দিল্লিতে যে আরবান হিট আই ল্যান্ড তৈরি হচ্ছে সেই কথা আছে। এর জন্য দিল্লির লোকসংখ্যা বাড়া, আবাসন বাড়া, মার্কেট কমপ্লেক্স বাড়া, গাড়ি বাড়া ইত্যাদি নানা কারণকে দায়ী করা হচ্ছে।

কালচে সবুজ

১৯/১৬৭

বনে পশুপাখির ছবি তুলতে গিয়ে পশু পাখির বিপদ বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে। কলকাতার রাজারহাট জলাভূমিতে উড়ন্ত পাখির ছবি তুলতে খালি জলের বোতলও আরো নানা আনুষাঙ্গিক ব্যবহার করা হচ্ছে। সেই বোতল ওখানে জলে ভাসছে। পশ্চিমঘাট পাহাড়ের উত্তরদিকে থাকে এক ধরনের টিকটিকি। এই টিকটিকির মিথুন তুলতে গিয়ে টিকটিকিকে বিরক্ত করা হচ্ছে। এমনকি আলোকচিত্রীরা ছবি তোলার জন্য পশুপাখি ধরে আনতে জনজাতিদের লোভও দেখাচ্ছে। এসব জানিয়েছে টিআইএফ আর আর সেন্টার ফর ইকোলজিক্যাল সায়েন্স-এর দুই গবেষক।

শ্রীযুক্ত দস্যু

১৯/১৬৮

আগ্রার কিথম লেক পাখিরালয় এ জোর করে কলেজ বানানো হয়েছে। একেবারে চারটে কলেজ বানানো হয়েছে। কলেজগুলো ইঞ্জিনীয়ারিং, স্থাপত্যশাস্ত্র, ওষুধ বিজ্ঞান, শিক্ষাতত্ত্ব শিখতে এইসব নিয়ে। কলেজগুলো বানিয়েছে সারদা গ্রুপ অব ইনস্টিটিয়ুট। সারদা গ্রুপ কলেজ লেক এর পাখিরালয় বানিয়ে আইন ভেঙেছে। খেতম লেক এর ভেতর এই পাখিরালয়ের নাম সুর সরোবর বার্ড স্যাংকাচুয়ারি। ওখানে ১৬০ প্রজাতির পাখি থাকে। এর ভেতর কয়েকটা বিপন্ন বক, সারস ও হেলিক্যানও থাকে। ওদিকে কলেজ বানিয়ে, হসটেল বানিয়ে, ল্যাব বানিয়ে, স্টেডিয়াম বানিয়ে ৫ হাজার ছাত্রকে কলেজ ওখানে রেছে। এদিকে পরিবেশবিদরা বলছে এইসব ইকোলজি থেকে নোংরাজল এসে লেকে পড়ছে। লেকের জল দূষিত হচ্ছে, লেকের জলে পলি কমছে।